দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 05 MAR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন ও বাংলাদেশের নিরক্ষতা

জোমতিয়েন। থাইল্যাণ্ডের সমুদ্র-তীরবর্তী শহর। এখানে আজ থেকে শুরু হচ্ছে শিক্ষাসংক্রান্ত বিশ্ব-সম্মেলন। চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। উদ্যোক্তা থাইল্যাণ্ড সরকার ও জাতিসংঘের চারটি অংগ সংগঠন। উদ্যোক্তাদের বিশেষ আমন্ত্রণে প্রেসি-ডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ আন্তর্জাতিক এই শিক্ষা সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। তিনি উদ্বোধনী অনু-ষ্ঠানে ভাষণ দেবেন। আট সদ-স্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আশা করা যাচ্ছে, এই সম্মেলনে ১৫০টি দেশের মন্ত্রিপর্যায়ের পতিনিধি অংশ নেবেন এবং এই সম্মেলন থেকে একটি ঘোষণা ও কর্মকাঠামো পাওয়া যাবে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সার্বজনীন যুদ্ধ ঘোষণা হবে এই সম্মেলনের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। সম্মেলনে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হবে, উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিটি দেশকে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে; একে গ্রহণ করতে হবে জাতীয় দায়িত্ব হিসাবে; উপলব্ধি করতে হবে উন্নয়নের জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই।

জোমতিয়েন-এ চলৃতি এই সম্মেলনের ভূমিকা যে সুদূরপ্রসারী হবে, এ কথ বলা যায় নিঃসন্দেহে। কনলা, এ সম্মেলনে শিক্ষা বিস্তারের ুনির্দিষ্ট কিছু রূপরেখা পাবার স্তাবনা রয়েছে। সম্মেলনের লক্ষ্য স্পষ্ট—তাই শিক্ষা প্রসারে শিশু-ক্ষা ও নারীশিক্ষার ওপর এর ধান্য দেয়ার পরিকল্পনা অত্যন্ত ন্নত। সম্মেলন এ যাবৎ সংগৃহীত তাধিক দেশের জিরনের তথ্য থেকে াণ করতে প্রয়াসী হবে, যে সব প্রাথমিক শিক্ষা ও মেয়েদের ক্ষার ওপর আপোসহীনভাবে গুরুত্ব রোপ করতে পেরেছে তাদের গ্য অনেক শুভ ফলের সূচনা ছে; যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, তী ও শিশু মৃত্যুহার কমতি, সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি াদি। এই তথ্যটি সাধারণ হলেও ক অনুন্নত দেশ এখনও এই র্কে যথার্থ অবহিত হতে পারেনি। া গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হয়নি বলে থাইল্যান্ডের এই লনে এই সত্যই দৃঢ়ভাবে রিত হবে এবং অংশগ্রহণকারী লোকে ও তার মাধ্যমে বিশ্ব-ক এই সম্পর্কে সচেতন করার চালানো হবে। পাঁচ দিনব্যাপী সম্মেলনের জাতিসংঘ সংগঠন-

অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা। এই সিদ্ধান্তগুলো দেশের অভ্যন্তরে সর্ব-মহলে অভিনন্দিত হয়েছে।

তবে লক্ষণীয় যে বাংলাদেশের প্রধানতম সমস্যা যে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, তারও সুরাহা শিক্ষার মধ্যেই নিহিত। শিক্ষিত পরিবার জনসংখ্যা 'সমস্যা' হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, এজন্য বেশী প্রচার-প্রভাব দরকার হচ্ছে না—সমস্যা হচ্ছে শিক্ষাবঞ্চিত পরিবার। সংস্কার ও দারিদ্র্য—এ দু'টোর প্রভা-বে এঁরা আজও বিশ্বাস করেন।

অশিক্ষার কারণে এঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেন আর দারিদ্রের কারণে এঁরা সন্তানের শিক্ষায় অনীহা দেখান। এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর ওপর প্রাধান্য দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়েছে। দরিদ্র শিশু কিশোরদের কর্মরত রেখে পাশাপাশি শিক্ষা গ্রহণেও উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। কর্মজীবী ও স্কুলগামী শিশু কিশোরদের জন্য খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারী এ উদ্যোগকে ফলপ্রসূ ও দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে বেসরকারী পর্যায়েও উৎসাহিত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে এর অনুকূলে সাড়া পাওয়া গেছে।

শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় নানা মুনির নানামত। এই মতপার্থক্য শিক্ষা বিস্তারের মূল নীতির মধ্যে বিভেদ নয় মতভেদ পদ্ধতি সম্পর্কে। বয়স্ক শিক্ষা প্রয়ো-জন কিনা, হলেও কত বয়স পর্যন্ত; শিশু-শিক্ষায় আহার ও পোশাক দেয়া সম্ভব হবে কিনা, হলেও কোন্ পর্যন্ত। (বাংলাদেশে বেশ ক'বছর ধরেই প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা করা হচ্ছে; সরকারী প্রাইমারী স্কুলও সৃষ্টি করা যায় শিক্ষার মধ্য দিয়েই। শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের মনে শিক্ষার উজ্জ্বল দিক স্বভাবতই নিষ্প্রভ হতে বাধ্য। শির্কার সঙ্গে বিত্তের সম্পর্ক না থাকলেও অর্থের কিঞ্চিৎ যোগ থাকে। কেননা, শিক্ষা আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে প্রেরণা দিতে পরে। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন মানুষের শিরদাঁড়া সোজা রাখে। রাখে বলেই নিজের জীবনদর্শন গড়ে তোলা যেমন সম্ভব হয়, তেমনি সম্ভব হয় অনেক অবাঞ্ছিত বিপর্যয় এড়ানোর—এর মধ্যে আসে সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। সীমিত সদস্য সংখ্যক পরিবারের উপকারিতা অনুধাবন করতে হলেও নিরক্ষরতার নিরসন আবশ্যক।

গুলোর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানাবেন।

এই লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশে বর্তমানে যে যে প্রতিবন্ধকতা প্রকট হয়ে আছে, সম্মেলন তা-ও বিশ্লেষণ করে দেখবে এবং প্রধান কিছু সংকট কাটিয়ে ওঠার পথ খুঁজে বের করবে। প্রথম কাতারের সমস্যা যে অর্থ, তা 'অন্য-খাতে ব্যয় হ্রাস', 'কর রেয়াত' ও 'অন্যান্য সুবিধা দিয়ে বেসরকারী যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ দানে'র মত ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনেকটা নিরসন করা যেতে পারবে বলে সম্মেলন পরামর্শ দেবে। সম্মে-লন বিশ্বাস করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থ সংগ্রহ ও মঞ্জুরীর দায়িত্ব বর্তাবে দাতাদেশ বিশেষ করে জাতিসংঘ ব্যবস্থার ওপর। এই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে আন্তর্জাতিক সাহায্য বাড়ানোর সুপারিশও গৃহীত হতে পারে।

সম্মেলনের পূর্বঘোষিত ওপরে বর্ণিত উদ্যোগের আলোকে আশাবাদী হওয়ার কারণ আছে। উন্নয়নশীল তথা অনুন্নত দেশগুলোর পশ্চাদমুখিতার প্রধান কারণ যে নিরক্ষরতা, এ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। শিক্ষা মানবজীবনের প্রধান সম্পদ। ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টিজীবনে শিক্ষার প্রভাব অপরিসীম। কাজেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ আর নতুন করে ব্যাখ্যার দরকার করে না। কিন্তু তবু প্রয়োজন আছে। আছে দরিদ্র দেশগুলোর জন্য। নিরক্ষরতা বা শিক্ষাহীনতার প্রত্যক্ষ অভিশাপ যে কুসংস্কার ও নিরুপায় অদৃষ্ট নির্ভরতা, তা-ই বিশেষভাবে একটি দেশকে দরিদ্র করে রাখে।

শিক্ষাবঞ্চিত মানুষকে সবদিকে বঞ্চিত করা সহজ—ললাট লিখনে আস্থাশীল করে তুষ্ট রাখা সম্ভব। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সচেতনতা আসে। প্রথমে নিজের সম্পর্কে, পরে দশের সম্পর্কে। স্বাস্থ্য, সমাজ, মূল্যবোধ, দূরদর্শিতা এবং শিক্ষার প্রতি অনুরাগ

বাংলাদেশ তার বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর নিয়ে ভাবছে এবং একটু একটু করে তার সীমিত সাধ্য অনুযায়ী এগুচ্ছে। তবে 'নিরক্ষরতা'কে অন্যতম প্রধান সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আর এরই মধ্যে কিছু বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় সংসদে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন পাস এবং প্রেসিডেন্টের নির্বাহী আদেশে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের

এই কারণে আলোচ্য এই আন্ত-র্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাবিত প্রয়াস সময়োচিত ও অর্থবহ হতে পারবে বলে মনে করা যায়। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ অনুন্নত দেশের সাধারণ তথ্যাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অনুধাবনের অপারগতার যে আভাস এখানে দেয়া হয়েছে, তা অতিরঞ্জন নয়। 'অর্থ' প্রধান শংকট, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চাইতেও যা প্রধান তা হচ্ছে সামাজিক ও জাতীয় শংকট চিহ্নিত করা।

শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তির ও জাতির উন্নতি ও উন্নয়ন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। লক্ষণীয় সেখানেই শিক্ষার দারিদ্র, সেখানেই অর্থনৈতিক ও সার্বিক দারিদ্র্যের প্রকোপ।

বিশ্বের একটি অংশ দারিদ্রজর্জরিত। পরিসংখ্যানে জানা গেছে, সারাবিশ্বে নিরক্ষরের সংখ্যা এক শ'কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এবং কোন রকম শিক্ষার ধারে কাছে পৌছুতে পারছে না প্রায় দশ কোটি শিশু। দাবীকেও সভ্যতার পরম লগ্নে এই চিত্র অবিশ্বাস্য—যেমনি অবিশ্বাস্য বিশ্বের ভুখানাঙ্গা মানুষের সংখ্যাও।

আমার কথা, এইসব ম্লান মূক মানুষের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা আরম্ভ হয়েছে এ সত্য ধরা দিয়েছে—একটি ক্ষীণ অংশের ঔজ্জ্বল্যে পৃথিবী আলো-কময় হতে পারবে না। এখানে চাই প্রতিটি দেশের সম্মিলিত অংশ, চাই সকল মানুষের সমান দীপ্তি। নইলে যাদের পশ্চাতে ঠেলা হবে, তারাই উল্টো পশ্চাতে টানবে।

স্কুলও অবৈতনিক করা হয়ে গেছে। এটা বিতর্ক নয়, সংশয় নয়, প্রশ্ন হচ্ছে অর্থনৈতিক সামর্থ্য নিয়ে। এ প্রশ্নও অমীমাংসিত থাকবে না জানা কথা, কেননা জাতীয় ভিত্তিতে এ সত্য 'সত্য' বলেই স্বীকৃত যে শিক্ষা ছাড়া দেশ উন্নত হবে না, শিক্ষা ছাড়া জাতি সমৃদ্ধ হতে পারবে না।

এই প্রেক্ষিতে আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুন্নত দেশের নিরক্ষরতা দূর করার বিষয়ে থাইল্যান্ডের চলৃতি সম্মেলনে আনন্দিত ও আশান্বিত। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট উদ্বোধনী ভাষণে অংশ নিচ্ছেন—এছাড়াও রয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে আট সদস্য বিশিষ্ট টীমের অংশগ্রহণ। এ দিয়েই বাংলাদেশের আন্তরিকতা প্রতীয়মান হয় এবং বুঝে নেয়া যায় নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে বাংলা-দেশসহ অনুন্নত বিশ্বকে মুক্ত করায় বাংলাদেশের রয়েছে সমান প্রত্যয় ও অঙ্গীকার।

—হোসনে আরা শাহেদ